কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

নবীগঞ্জে স্কুলের নামে সরকারি জমি দখল

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে কয়েক লাখ টাকা মূল্যের প্রায় আট শতাংশ সরকারি জমি বিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে জবরদখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি দাবি করেছেন, 'প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই ওই কাজ করছেন তিনি। এ ব্যাপারে স্থানীয় ভূমি প্রশাসন থেকে সতর্ক করে সেখানে নির্মিত স্থাপনা সরিয়ে নিতে বলা হলেও তিনি তা মানছেন না।'

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের মোস্তফাপুরে কয়েক লাখ টাকা মূল্যের প্রায় আট শতক সরকারি জমিতে গত ২৭ জুন গভীর রাতে স্থানীয় ইনাতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে টিনশেড ঘর নির্মাণ করা হয়। এর আগে ২৭ জুন দিনের বেলায় ওই জমি জবরদখলের খবর পেয়ে ইনাতগঞ্জ তহশিল অফিস অবৈধ দখলদারদের মৌখিতভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। তা না মানায় ২৮ জুন স্থানীয় তহশিলদার মহসিন ভূঁইয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ জুন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আনোয়ার হোসেন সরেজমিনে গিয়ে তিন দিনের মধ্যে অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু এক সপ্তাহেও স্থাপনা সরানো হয়নি। উপজেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইনাতগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল বাতেন জানান, সরকারের কোটি টাকার ওই সম্পত্তি স্কুলের নাম ব্যবহার করে একদল ভূমিখেকো রাতের আঁধারে দখল করে নিয়েছে। তাতে পানি চলাচলের রাস্তা বন্ধসহ এখানকার পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি শকদিল হোসেন বলেন, ওই জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। স্কুলের স্বার্থেই তিনি এ স্থাপনা নির্মাণ করেছেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আনোয়ার হোসেন জানান, অবৈধ দখলদাররা নিজ দায়িত্বে স্থাপনা না সরালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে ভূমি সার্ভে করার জন্য সার্ভেয়ার পাঠানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ বলেন, 'স্কুলের আয় বাড়ানোর কথা বলে সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা বেআইনি। দখলের খবর পেয়ে আমরা আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করি। কিন্তু দখলদাররা এখন পর্যন্ত ওই স্থাপনা উচ্ছেদ না করায় আমরা বিষয়টি আইনগতভাবে নিষ্পত্তি করব।'